দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

# শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

সরকার ১৯৮৪ সনে ১০৫টি সরকারী কলেজ, ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ২টি মাদ্রাসাসহ মোট ১১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবলের পদবিন্যাসের মাধ্যমে পূর্বের সকল পদ বিলুপ্ত করিয়া নূতন সৃষ্ট পদে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুনর্সমন্বয়ের আদেশ প্রদান করেন। এ আদেশ বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সৃষ্ট নূতন পদে সমন্বয় করা হইলেও গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের বেলায় এই পুনর্সমন্বয় প্রক্রিয়া অদ্যাবধি সম্পন্ন করা হয় নাই। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫৬ জন গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন বেতন স্কেলে সরকার ঘোষিত বিলুপ্ত পদে ১৭ বৎসর যাবৎ চাকুরী করিতেছেন। যেখানে ১১৭টি প্রতিষ্ঠানে ১০৭টি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক পদ এবং ১০২টি সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ (২য় শ্রেণী) শূন্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে উক্ত ৫৬ জন কর্মকর্তার নিজ পদ ও পদবীতে পুনর্সমন্বয়ের ব্যাপরে কী প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির মাধ্যমে বিগত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ সময় পার হইলেও আমাদের অবস্থানের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। ইতিমধ্যে কয়েকজন গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক চাকুরী হইতে অবসর নিয়াছেন। বর্তমানে যাঁহারা বিলুপ্ত পদে কর্মরত আছেন তাহারা নানা সমস্যার সম্মুখীন। বর্তমান সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের বৈষম্যমূলক বেতন স্কেল বাতিল করিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের ২৮৫০ টাকার স্কেলে উন্নীতকরত সমতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সম্প্রতি সরকারী কলেজে ১৯ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ২৩৩টি সরকারী কলেজ, ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ২টি মাদ্রাসার সর্বমোট ২৩০টি গ্রন্থাগারিক পদ এবং ২৩৯টি সহকারী গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগার পদ খালি আছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনার্স ও মাষ্টার্স পাঠ্যক্রম চালু রহিয়াছে। গ্রন্থাগার সেবার অভাবে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ইহা ছাড়া গণশিক্ষা প্রসারে ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ অপরিহার্য। এমতাবস্থায়, উক্ত শূন্য পদগুলি অনতিবিলম্বে পূরণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খন্দকার মদত-ই-ইলাহী,
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি,
টাঙ্গাইল জেলা।